উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ১৫
সংখ্যা-৩
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬

চট্টগ্রামে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা সমূহের সাথে শিশুশ্রম নিরসনে মতবিনিময় সভা

সমন্বিত উদ্যোগে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চট্টগ্রাম ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় ঘাসফুলের আয়োজনে শিশুশ্রম নিরসনে গত ৪ সেপ্টেম্বর সকালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চট্টগ্রাম এর জেলা সংগঠক নারগীস সুলতানা, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা অঞ্জনা ভট্টাচার্য্য, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রমপরিদর্শক রাজু বড়ুয়া, ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু, যুগান্তরের নির্বাহী পরিচালক ইয়াছমীন পারভীন, বিবিএফের প্রধান নির্বাহী উৎপল বড়ুয়া, নোঙরের প্রধান নির্বাহী এ.এস.এম. জামালউদ্দিন, অপরাজেয় বাংলাদেশের সমন্বয়কারী মাহবুব উল আলম, ভোরের আলোর প্রতিষ্ঠাতা শফিকুল ইসলাম খান, দৃষ্টির প্রধান নির্বাহী হেলালউদ্দিন মাহমুদ, এফপিএবির রত্না রাণী দাশ, সংশপ্তকের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক লিটন চৌধুরী, উৎসের আবুল হাশেম খান, সিএসডিএফ এর সমন্বয়কারী শম্পা কে নাহার, পার্ক'র রূপসী রাণী ভট্টাচার্য্য, পিএসটিসির পিযুষ দাশগুপ্ত, বিটার এস.করিম চৌধুরী, আশার আলো সোসাইটির কাজী আসিফুর রহমান, অপকার সমন্বয়কারী মার্ক দিলীপ মন্ডল, কোডেকের প্রোগ্রাম অফিসার তবারক হোসেন, ইলমার প্রোগ্রাম অফিসার মোহাম্মদ ফোরকান, ওয়াচের প্রোগ্রাম অফিসার নুরুল আজিম, ঘাসফুলের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সিরাজুল ইসলাম, চন্দন বড়ুয়া ও গিয়াস উদ্দিন। সভার শুরুতেই ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ঘাসফুলের প্রকল্প সমন্বয়কারী জোবায়দুর রশীদ। ধারণাপত্রে বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ কাউন্সিল, জেলা শিশু অধিকার পরিবীক্ষণ ফোরাম, উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি কার্যক্রম ও দেশে শিশুশ্রমের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়। কর্মশালায় বক্তারা বলেন- দরিদ্র্যতার কারণে শিশুরা শ্রমের সাথে যুক্ত হচ্ছে, যুক্ত হওয়া শিশুদের তুলে এনে বিকল্প ঝুঁকিহীন কাজের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বক্তারা আরো বলেন, চট্টগ্রামে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের হালনাগাদ নির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিশু সুরক্ষায় রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরের ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে। এগিয়ে যাচ্ছে দেশ, উন্নয়নের পরিপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনে সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। সভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে ৪১টি ওয়ার্ডে শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের নিয়ে একটি পরিপূর্ণ ডাটা ব্যাংক গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। সবশেষে সভাপতির বক্তব্যে ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, 'সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করে শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করতে হবে। সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমেই টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব।

(শিশুশ্রম প্রতিরোধে কর্মরত ঘাসফুল সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের আরো সংবাদ ২য় পৃষ্ঠায়)

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নে স্বাস্থ্যক্যাম্পে বক্তারা

মেখল ইউনিয়ন প্রকৃতপক্ষেই একটি সমৃদ্ধ ইউনিয়ন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে

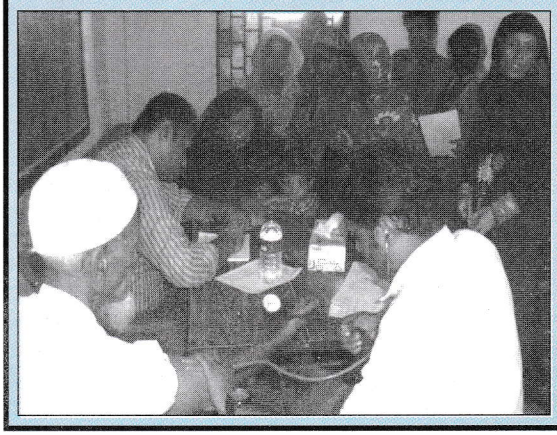

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ঘাসফুল চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নে স্থানীয় অধিবাসীদের উন্নয়ন করে একটি মর্যাদাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় গত ২৭ সেপ্টেম্বর ইউনিয়নের নগেন্দ্রনাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয়ে মেডিসিন, মা ও শিশু এবং ডায়াবেটিকস বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা দিনব্যাপী এক স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেখল ইউনিয়নের মোট ৩৩৩ জন রোগী স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে। অনুষ্ঠিত ক্যাম্প এর উদ্বোধন করেন নগেন্দ্রনাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব রনজিত কুমার নাথ। আয়োজিত ক্যাম্পে'র উদ্বোধনকালে ঘাসফুলের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কমিউনিটি ভিত্তিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমের ভূয়ষী প্রসংশা করে তিনি বলেন, এই কর্মসূচির মাধ্যমে খুব শীঘ্রই মেখল ইউনিয়ন একটি সমৃদ্ধ ইউনিয়ন হিসেবে আত্ম প্রকাশ করবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী আগত অতিথি ও চিকিৎসা সেবা নিতে আসা রোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন। সমৃদ্ধি প্রকল্পের সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে সেবা গ্রহীতাদের পরামর্শগুলো শুনেন এবং ঘাসফুল কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব মফিজুর রহমান, মেখল ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সৈয়দ মিয়া মেম্বার, জালাল উদ্দিন,স্বপ্না তালুকদার স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন।

(মেখল সমৃদ্ধির আরো সংবাদ ৩য় পৃষ্ঠায়)

শিশু সাগর বর্মন হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন পরিষদ-চট্টগ্রাম ও ঘাসফুলের আয়োজনে নারায়নগঞ্জের শ্রমজীবী শিশু সাগর বর্মণ হত্যার প্রতিবাদে গত ২ আগস্ট মঙ্গলবার সকালে চট্টগ্রাম নগরীর প্রবর্ত্তক মোড়ে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে নির্যাতনকারীদের আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করার দাবি জানানো হয়। ভবিষ্যতে যাতে আর এধরণের একটি শিশুরও মৃত্যু না হয়। মানববন্ধন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত পথসভায় নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমি -চট্টগ্রাম এর জেলা শিশু সংগঠক নারগীস সুলতানা। তিনি শিশু নির্যাতন বন্ধে সমাজের প্রত্যেক সচেতন নাগরিকদের সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখেন, অপকা এর শাহাদাত হোসাইন চৌধুরী, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা, টুটুল কুমার দাশ, পিএসটিসির পিযুষ দাশ গুপ্ত, উৎস কৈশোর মঞ্চের সাগর, বিবিএফের আসাদুজ্জামান সৌরভ, শিশু একাডেমি এনসিটিএফ সদস্য মিঃ সৌরভ, উৎস'র এডোলেসেন্ট ফোরাম এর সদস্য হাবিবা রিমা, ইউসেপ এর অঞ্জন চক্রবর্ত্তী, ভোরের আলোর শফিকুল ইসলাম খান। মানববন্ধনে আরো উপস্থিত ছিলেন- ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম, ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশিদ, অপকার সমন্বয়কারী মার্ক দিলীপ মন্ডল, ইলমার মোঃ ফোরকান, ওয়াচের সুকুমার দাশ, নুরুল আজিম, দৃষ্টির সেলিনা কানিজ, যুগান্তরের জহিরুল ইসলাম, বিটা'র শিউলী আক্তার, ঘাসফুলের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সিরাজুল ইসলাম, এডমিন ও একাউন্টস ম্যানেজার গিয়াসউদ্দিন, প্রোগ্রাম অফিসার সুচিত্রা মিত্র। এছাড়াও শতাধিক শ্রমজীবী শিশু, বিভাগীয় তথ্য অফিস, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি চট্টগ্রামসহ বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন পরিষদ-চট্টগ্রাম এর প্রতিনিধি ও বিভিন্ন সংস্থার শিশু প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে।

চাকুরীদাতাদের সাথে শিশু সুরক্ষা ও শ্রম আইন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন

শিশুশ্রম প্রতিরোধে কর্মরত সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের লিড সংস্থা ঘাসফুল ও সাব পার্টনার ইলমা ও ওয়াচের সমন্বয়ে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের কর্মজীবি শিশুদের চাকুরীদাতাদের সাথে শিশু সুরক্ষা ও শ্রমআইন বিষয়ক তিনটি পৃথক ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের সদস্য সংস্থা ইলমা'র আয়োজেনে গত ১৯ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টার লালখান বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইলমার কর্ম-এলাকা মতিঝর্ণা এলাকার চাকুরীদাতাদের নিয়ে শিশুশ্রম আইন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে

সভাপতিত্ব করেন ইলমা'র প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু ও মুখ্য আলোচক ছিলেন কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শক রাজু বড়ুয়া। ঘাসফুল এর আয়োজনে ২০ সেপ্টেম্বর মাদারবাড়ী আলোসিড়ি ক্লাবে বেলা ১১টায় ঘাসফুলের কর্মএলাকার কর্মজীবি শিশুদের চাকুরীদাতাদের সাথে শিশু সুরক্ষা ও শিশুশ্রম আইন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হয়। এতে মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শক রাজু বড়ুয়া। ২১ সেপ্টেম্বর ওয়াচ এর আয়োজনে সংস্থার কার্যালয়ে কর্মএলাকার বিভিন্ন এলাকার চাকুরীদাতাদের সাথে শিশু সুরক্ষা ও শিশুশ্রম আইন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হয়। এতেও মুখ্য আলোচক ছিলেন কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর শ্রম পরিদর্শক মোঃ মতিউর রহমান। ওরিয়েন্টশন কর্মশালাগুলোতে শিশু অধিকার ও সুরক্ষা, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা ২০১০, জাতীয় শিশু নীতির আলোকে নিয়োগকর্তাদের জন্য আচরণবিধি এবং শ্রমজীবি শিশুদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনের বিধান এবং কর্মক্ষেত্রে শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরীতে করণীয় দিকসমূহ তুলে ধরা হয়। তিনটি কর্মশালায় মোট ৬৯ জন নিয়োগকর্তা ও প্রকল্পের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের শিশু প্রতিনিধিদের নিয়ে চাইল্ড রিফ্রেসার্স সম্পন্ন

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় লীড সংস্থা ঘাসফুলের নেতৃত্বে সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের শ্রমে নিয়োজিত শিশু ও স্কুলে ভর্তি হওয়া শিশুদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত শিশুদলের নেতৃত্ব বিকাশ, অংশগ্রহণ এবং দক্ষতার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের কর্ম-এলাকায় ঘাসফুল এর উদ্যোগে ২টি , ইলমা এর উদ্যোগে ২টি এবং ও ওয়াচ এর উদ্যোগে ১টিসহ মোট পাঁচটি চাইল্ড রিফ্রেসার্স সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব রিফ্রেসার্সে প্রতিটি সেন্টার হতে ৪/৫ জন শিশুসহ ২৪টি সেন্টারের ৪৮জন ছেলে ও ৫২ জন মেয়ে নিয়ে মোট ১০০ জন শিশু প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। ঘাসফুল, ইলমা ও ওয়াচের উদ্যোগে আলাদা ভাবে অনুষ্ঠিত এসব রিফ্রেসার্স গুলোতে শিশু প্রতিনিধিরা দলীয়ভাবে কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ; দলনেতা হতে গেলে সকলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা, সময়মত লেখাপড়া করা, ছোটদের স্নেহ করা, বড়দের সম্মান করা, অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা, বাবা-মায়ের পরামর্শ মেনে চলা, সেন্টারে শিক্ষকের অবর্তমানে ক্লাস পরিচালনা করা, সহপাঠ সেশনে সৃজনশীল কর্মকান্ডে সকল শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে বন্ধুদের সচেতন করা, নিয়মিত সেন্টারে এবং স্কুলে যেতে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি। এসব আয়োজনে রিফ্রেসার্সে ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সিরাজুল ইসলাম, চন্দন কুমার বড়ুয়া , প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ ফোরকান, ফরিদা আক্তার, সুচিত্রা মিত্র, সুকুমার দাশ, মোঃ নুরুল আজিম ও সাইফুল করিম খান এবং ২৪টি সেন্টারের ২৪জন ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটরসহ প্রকল্পের সমন্বয়কারী জোবায়দুর রশীদ।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন পরবর্তী মূল্যায়ন সভা

ঘাসফুল ও বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন পরিষদ-চট্টগ্রাম এর উদ্যোগে গত ২৭ জুলাই বিকাল ৩টায় ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে বিশ্ব শিশুশ্রম দিবস উদযাপনের পরবর্তী মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চট্টগ্রাম এর জেলা সংগঠক নারগীস সুলতানা। সভায় বক্তারা শিশুশ্রম নিরসনে চট্টগ্রামে সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বিশেষ করে বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ কাউন্সিল, জেলা শিশু অধিকার পরিবীক্ষণ ফোরাম এর সাথে সমন্বয় করে শিশুশ্রম নিরসনে একটি গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। এতে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে চট্টগ্রাম শহরের শ্রমে নিয়োজিত শিশুর তথ্য সংগ্রহে জরিপ কাজ পরিচালনা করার প্রস্তাবনা উঠে আসে। অনুষ্ঠানে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপনে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু, উৎস এর নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা কামাল যাত্রা, ওয়ার্ল্ড ভিশন এর ম্যানেজার রবার্ট কমল সরকার, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা, মাইশার নির্বাহী পরিচালক ইয়াছিন মনজু, হিউমিনিটি ইন এ্যাকশনের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ গোলাম মোর্শেদ, ভোরের আলোর প্রতিষ্ঠাতা মোঃ শফিকুল ইসলাম খান, পিএসটিসির জেলা সমন্বয়কারী পিযুষ দাশ গুপ্ত, অপকা'র প্রকল্প সমন্বয়কারী মার্ক দিলীপ মন্ডল, যুগান্তর এর কল্লোল দাশ, আইডিএফ'র বদিউর রহমান, দৃষ্টি'র সেলিনা কানিজ, বর্ণালী'র সোমা দত্ত, বিটা'র মোর্শেদ আলম, ইলমা'র মোঃ ফোরকান, ওয়াচ এর সুকুমার দাশ, নুরুল আজিম, ঘাসফুলের জোবায়দুর রশীদ, সিরাজুল ইসলাম, চন্দন কুমার বড়ুয়া, গিয়াস উদ্দিন ও সুচিত্রা মিত্রসহ প্রমুখ। এছাড়াও সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম হিসেবে গত ৬ থেকে ১৩ আগস্ট সময়কালে প্রকল্পের কর্ম-এলাকায় ২৪টি এনএফই সেন্টারে ২৪টি অভিভাবক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৩ জন পুরুষ ও ২৩০ জন মহিলাসহ মোট ২৫৩ জন অভিভাবক অংশগ্রহণ করেন। এসব সভায় শিশুদের নিয়মিত স্কুলে যাতায়াত, লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং সেন্টারের আসা যাওয়ার প্রতি গুরুত্ব নিয়ে অভিভাবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অভিভাবক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা ছাড়াও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল, ইলমা ও ওয়াচ এর উদ্যোগে প্রকল্পের কর্ম-এলাকায় বিশিষ্ট ব্যক্তি, নিয়োগকর্তা ও অভিবাবকদের সাথে আরো ৬টি মতবিনিময় সভা সম্পন্ন হয়। এসকল সভায় শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ, ঝুঁকিপূর্ণ কাজের নেতিবাচক দিক এবং লেখাপড়ায় শিশুদের শতভাগ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সাধারণত বিভিন্ন স্তরের কমিউনিটিদের নিয়ে আয়োজন করা হয়। এতে প্রকল্পের সুবিধাভোগী শিশু, অভিভাবক, কর্মস্থলের মালিক, শিক্ষক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ঘাসফুলের কর্ম-এলাকায় ১৯ জন পুরুষ, ৩৫জন মহিলা, ১২জন ছেলে ও ১১জন মেয়েসহ মোট ৭৭জন ও ইলমা'র আয়োজনে ৪১ পুরুষ ও ১৮ মেয়েসহ মোট ৫৯ জন এবং ওয়াচ এর কর্ম এলাকার ২০ জন পুরুষ, ৩২জন মহিলা, ৬জন ছেলে ও ৮জন মেয়েসহ মোট ৬৬জন এসব সভায় অংশগ্রহণ করেন।

গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রম নিয়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠন এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে সমন্বয় সভা সম্পন্ন

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদের ৯টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ২০১৬-১৭ অর্থবছরের পরিকল্পনা অনুযায়ী গত (জুলাই-সেপ্টেম্বর) তিনমাসে সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির মোট ২৭টি সভা সম্পন্ন হয়। এতে মোট দুই হাজার নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি ওয়ার্ডের ১১জন বিভিন্ন পেশা ও বয়সের মানুষের সমন্বয়ে ইউপি মেম্বারকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়, যেখানে ওয়ার্ডের সিনিয়র সিটিজেন, যুব প্রতিনিধি, স্কুল শিক্ষক, মাদ্রাসা শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ, স্বাস্থ্যসেবিকা, শিক্ষিকা, মুক্তিযোদ্ধা ও এলাকার সর্দারসহ বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। এসব

সভায় সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন কৌশল ও কমিউনিটির অংশগ্রহণ বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও এলাকায় চলমান সমৃদ্ধি শিক্ষাকেন্দ্র, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম, কমিউনিটির অবকাঠামো উন্নয়ন, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, যুব উন্নয়ন, দরিদ্র্য নারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম, শিশু-মাতৃমৃত্যু, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম প্রভৃতি ইস্যুতে আলোচনা ও মতামত প্রদান করা হয়।

ইউনিয়ন সমন্বয় সভা

গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদের সকল চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণের সাথে সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ২০১৬-১৭ অর্থবছরের পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ২৯ সেপ্টেম্বর এক সমন্বয় সভা সম্পন্ন হয়। এতে ইউপি চেয়ারম্যান, মহিলা মেম্বার, পুরুষ মেম্বার, দফাদার, ইউপি সচিবসহ মোট ১৪জন অংশগ্রহণ করেন।

এ সভায় সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র বার্ষিক পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন কৌশল, কমিউনিটির অংশগ্রহণ এবং ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টগণের সহযোগিতা-করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বর্তমান সময়ে গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে চলমান সমৃদ্ধি শিক্ষাকেন্দ্র, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম, কমিউনিটির অবকাঠামো উন্নয়ন, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, যুব উন্নয়ন, দরিদ্র নারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এছাড়া শিশু-মাতৃমৃত্যু, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম প্রভৃতি ইস্যুতে আলোচনা ও মতামত প্রদানসহ এ অর্থবছরের কার্যক্রম নিয়ে পরামর্শ নেয়া হয়। গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভা শেষে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র অফিস পরিদর্শন করেন।

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার

শেষ পৃষ্ঠার পর

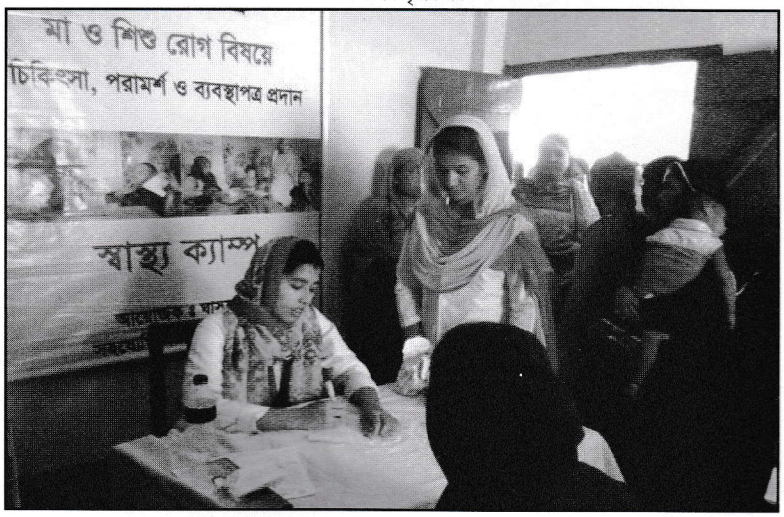

মোহাম্মদ আরিফসহ সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সকল স্বাস্থ্য সেবিকা, ডাক্তার, শিক্ষিকা, কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ। সবশেষে ক্যাম্প সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করায় কর্মসূচি সমন্বয়কারী হাটহাজারী উপজেলা প্রশাসন, গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ ও পিকেএসএফ এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এক নজরে সমৃদ্ধি কর্মসূচি মেখল ও গুমান মর্দ্দন

বিবরন	তিন মাসের অর্জন		ক্রমপুঞ্জিভূত	
	মেখল	গুমান মর্দ্দন	মেখল	গুমান মর্দ্দন
স্ট্যাটিক ক্লিনিকের সংখ্যা	৯৬	৪০	৮০৮	২৪১
স্ট্যাটিক ক্লিনিক রোগীর সংখ্যা	১৫৯৭	৩৫৫	১১২৭১	২৪৮৭
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	১৯	১২	১৯৭	৬৬
স্যাটেলাইট ক্লিনিক রোগীর সংখ্যা	৫৭৯	৩১৭	৫৩২৫	১৫৮৭
অফিস স্যাটেলাইট	৫	-	৯৩	-
অফিস স্যাটেলাইট রোগীর সংখ্যা	১৭৬	-	১৫৩৬	-
স্বাস্থ্য ক্যাম্প	১	১	১৪	৭
স্বাস্থ্য ক্যাম্প রোগীর সংখ্যা	৩৩৩	৪০৪	৭৫৩০	৩২১৭
চক্ষু ক্যাম্প	-	-	৭	৩
চক্ষু ক্যাম্প রোগীর সংখ্যা	-	-	১৬৫১	৬৩১
চোখের ছানি অপারেশন	-	-	৯৫	৭
চশমা বিতরন	০	-	১৯৮	৯১
ডায়াবেটিক পরীক্ষা	১০১১	১৩৫	৬৯৭৫	১০১৮
স্বাস্থ্য সচেতনতা সভা	১৮৪	৭২	৩১০৬	৪৮২
কৃমিনাশক ঔষধ অ্যালবেনডাজল ট্যাবলেট	৩২৯১	১৬০০	৬৪৪৯১	৮৮৭০
ক্যাপসুল আয়রন,ফলিক এসিড ও জিংক	৩২৮৮	৩১৮০	১৫২৮৮	৭৪৭৪
পুষ্টি কণা	২০৪০	১৫০০	১০১৪০	৫৩০০
পরিবারে স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরন	-	-	-	১০০
স্যানিটারী ল্যাট্রিন	-	৫	৪৭	১০
পাবলিক টয়লেট কমপ্লেক্স	-	-	২	-
শতভাগ স্যানিটেশন কার্যক্রম	-	-	৪৪৫	-
গভীর নলকূপ স্থাপন	-	-	১	-
অগভীর নলকূপ স্থাপন	-	-	২৯	১৬
রিং,কালভর্ট	-	-	২০	৪
ড্রেন নির্মান	-	-	১	-
কবর স্থানের সাইড ওয়াল	-	-	১	-
রাস্তার পার্শ্বে সাইড ওয়াল	-	-	১	-
ভার্মি কম্পোস্ট	-	-	৩৫	-
ভিক্ষুক পূনর্বাসন	-	১	১০	২
সবজি বীজ বিতরন	-	-	১০০০	-
বাসক কাটিং	-	-		-
গাছের চারা বিতরন	-	২৫০০	৫০০০	৭৫০০
বায়োগ্যাস	-	-	৫	-
সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর	৪	-	৪	-
চলমান শিক্ষা কেন্দ্র	৩৫	৩০	৩৫	৩০
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (বর্তমান)	১০৫০	৮১০	১০৫০	৮১০

চট্টগ্রামে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন

'কিশোরীদের জন্য বিনিয়োগ আগামী প্রজন্মের সুরক্ষা'

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৬ উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলা ও বিভাগীয় পরিবার-পরিকল্পনা কার্যালয় এর যৌথ উদ্যোগে ২১জুলাই এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'কিশোরীদের জন্য বিনিয়োগ,আগামী প্রজন্মের সুরক্ষা'। এদিন সকাল ৯.৩০টায় ডিসি হিল চত্বরে র‍্যালির উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দিন। মেয়রের নেতৃত্বে র‍্যালিটি থিয়েটার ইনস্টিটিউট গিয়ে শেষ হয়। পরে থিয়েটার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা পরিচালক ও যুগ্ম সচিব মুহাম্মদ নুরুল আলম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিটি মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দিন। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মো: মমিনুর রশিদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ড:অনুপম সাহা, স্বাস্থ্য দফতর-চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহকারি পরিচালক (প্রশাসন) ডা: আবদুর রহিম ও চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন ডা: আজিজুর রহমান সিদ্দিকী। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলা পরিবার পরিকল্পনা উপ-পরিচালক ডা: শেখ রুকুনুদ্দীন আহমদ। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামে কর্মরত বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি,সুশীল সমাজ এবং সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীগণ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আমন্ত্রনে অংশগ্রহণ করেন বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে।

চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন

'অতীতকে জানবো আগামীকে গড়বো' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আয়োজনে গত ৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয় হয়। এদিন সকাল ৯টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী শুরু হয়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে এসে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক জনাব জুলফিকার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান। এতে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রামের জেলা শিক্ষা অফিসার হোসনে আরা বেগম, জেলা শিশু সংগঠক-বাংলাদেশ শিশু একাডেমি-চট্টগ্রাম এর নারগীস সুলতানা, ঘাসফুলের সহকারি পরিচালক আনজুমান বানু লিমা, ব্রাক প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম মজুমদার প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুল সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ,ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর ও শ্রমে নিয়োজিত শিশুরা অংশগ্রহণ করে।

ঘাসফুল এর নবায়নযোগ্য জ্বালানী কার্যক্রমের আওতায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন

ইডকলের সহযোগীতায় ঘাসফুল বায়োগ্যাস কার্যক্রমের আওতায় নওগাঁ ও চট্টগ্রাম জেলায় তিন মাসে ৫টি এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৯১টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়।

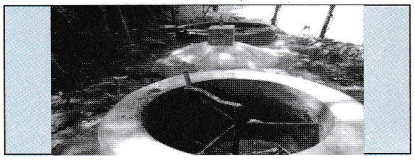

ঘাসফুল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বীমা দাবি পরিশোধ

গত তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ৬৫ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। বীমা দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ১৩৬১৭৬৫/-(তের লক্ষ একষট্টি হাজার সাত শত পয়ষট্টি) টাকা। তাছাড়া মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৫৫৬৯০৬/-(পাঁচ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার নয় শত ছয়)।

চট্টগ্রামে ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের এক নজরে তিন মাসের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) নিয়মিত কার্যক্রমসমূহ

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
ক্লিনিক্যাল সেবা	১১১৯জন
টিকাদান কর্মসূচি	৪০৫জন
পরিবার পরিকল্পনা	২২৩০জন
নিরাপদ প্রসব	৮১জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	৫৯৭৫জন
হেলথ কার্ড	২৪২জন

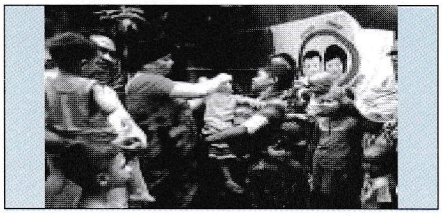

সারাদেশে ছয়টি জেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও মহিলা উদ্যোক্তা তৈরীতে কাজ করছে ঘাসফুল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

(৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত)

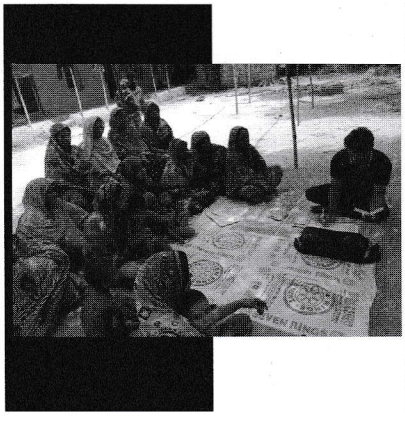

সমিতির সংখ্যা	৩৯৪৪
সদস্য সংখ্যা	৫৬৮৭৮
সঞ্চয় স্থিতি	৩৮৪৮৩১৬৪৫
ঋণ গ্রহীতা	৪৭১৮০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরন	৯১১৮০১৮৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	৮৩০৫৪০১১৯৯
ঋণ স্থিতির পরিমান	৮১২৬১৭৫০১
বকেয়া	৩৩৮৯২৩৩৭
শাখার সংখ্যা	৪২

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা

সম্পাদকীয়

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস

কন্যাশিশুরা বেড়ে উঠুক নিশ্চিন্ত, নিরাপদ, শিক্ষিত এবং আলোকিত মানুষ হয়ে

আগামীর সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে যদি নারী উন্নয়ন অপরিহার্য হয় তবে নারী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে জাতির কন্যাশিশুর উন্নয়ন ও সুরক্ষা আরো বেশী অপরিহার্য। কারণ আমাদের কন্যাশিশুরাই আগামীদিনের প্রতিষ্ঠিত নারী। কথায় বলে খাঁচায় বন্দিপাখি একদিন সত্যি সত্যি মুক্তি পাওয়ার পরও উড়তে পারে না। আমাদের দেশে কন্যাশিশুদের শৈশবে বেড়ে উঠা যে ধরণের মনস্তত্ত্বাত্তিক ও সমাজ ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ করা হয় এতে তাদের সামর্থ্যবান, আত্মবিশ্বাসী নয় প্রকারান্তে দুর্বল ও পরনির্ভর মানসিকতা সৃষ্টি করে। দুর্বল ও পরনির্ভর চিন্তা-চেতনার কন্যাশিশু বড় হয়ে নারী হয় বটে কিন্তু আর মানুষ হয়ে উঠা হয় না তার। শৈশবে একজন ছেলে যেভাবে সাহসী এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামের স্বপ্ন দেখে কন্যাশিশুদের শৈশবের স্বপ্নগুলো তেমন করে আসে না। কারণ অভিভাবক এবং পারিপার্শ্বিক সমাজ ব্যবস্থা তাদের স্বপ্নগুলোর পরিধি নির্ধারণ করে রাখেন। সুতরাং আমাদের জাতীয় সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে কন্যাশিশুদের জীবন সুরক্ষা ও উন্নত জীবন প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে হবে সকলকে। কারণ দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক অংশকে অকার্যকর রেখে কোনভাবেই পূর্ণাঙ্গ সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। অবশ্য বর্তমানে সর্বত্র এই অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। আমাদের কন্যা সন্তানেরা, বিদগ্ধ অভিভাবকেরা, সমাজ নিয়ন্ত্রক এবং রাষ্ট্রীয় কৌশল নির্ধারণী পর্যায়ে যারা আছেন প্রত্যেকের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন এসেছে এবং ফলাফলেও দেখা যায় সাফল্যের বৈচিত্রতা। এধরণের প্রেক্ষাপটে এবারের জাতীয় কন্যাশিশু দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল;'শিশুকন্যার বিয়ে বন্ধ করি, সমৃদ্ধ দেশ গড়ি'। আমাদের চারপাশের জীবনধারা বিশ্লেষণে দেখা যায়; সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, নারীর জীবন-যাপনে নিরাপত্তা ও নারীর প্রতি নেতিবাচক ধারণা

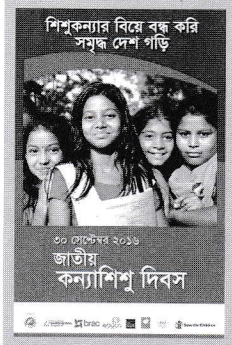

থেকে সাধারণত: অধিকাংশ অভিভাবকেরা কন্যাশিশুদের বাল্য বয়সে বিয়ে দিয়ে দেন। মূলত: বহু মেধাবী, সুন্দরী ও সম্ভাবনাময়ী কন্যাশিশুর জীবন নষ্ট হয় বাল্যবিয়ের চক্রে পড়ে। দরিদ্র সমাজে জন্ম নেয়া ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবী স্কুলছাত্রীটির বিয়ে হয়ে যায় ধনাঢ্য কোন মুর্খ যুবকের সাথে। মজার বিষয় হলো এধরণের বাল্যবিয়েগুলো আমাদের সমাজে এখনো অনেক অঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রে একটি স্বর্ণালী সুযোগ হিসেবে নন্দিত। এবং এধরণের সুযোগ হারালে দ্বিতীয়বার না আসার আশংকায় অভিভাবকগণ অনেক ক্ষেত্রে গোপনে মেধাবী কিশোরী মেয়েটির বিবাহকার্য সম্পন্ন করে ফেলেন। সাধারণ দৃষ্টিতেও পরিলক্ষিত হয়; দরিদ্র পরিবার বা কোনক্ষেত্রে সামাজিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলো ভবিষ্যতের অজানা আশংকায় তাদের মেধাবী কিশোরী মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান। এধরণের ব্যবস্থা, মূল্যবোধ ও আমাদের মানসিকতার ফলে বহু সম্ভাবনাময়ী মেধার যেমন অপচয় হচ্ছে তেমনি ওই কিশোরীগুলোর জীবনকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে ভয়ংকর এক দুঃসহ জীবনের দিকে কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি মৃত্যুর দিকে। এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয় আরো মজবুতকরণ, নারীর অবাধ চলাচল নিশ্চিতকরণ, সমাজের চারপাশের নারীর প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনসহ সর্বোপরি পিছিয়ে পড়া নারীদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠায় সমাজ, রাষ্ট্র, কর্মরত সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং বর্তমান নানা সেক্টরে প্রতিষ্ঠিত নারীদের সহানুভূতিশীল, সহায়ক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসলে বাল্যবিয়ে নির্মূল করা সম্ভব। এছাড়াও আমাদের কন্যাশিশুর যথাযথ যত্ন নিশ্চিত করে তাদের সঠিক শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তারা দয়া-ভিক্ষা না নিয়ে বুদ্ধি-বলে বেড়ে উঠতে পারে। সরকারের পাশাপাশি আমাদের সকলেরই উচিত শিশুবিবাহ বন্ধ করা এবং কন্যাশিশুদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টিতে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখা। এবারের কন্যাশিশু দিবসের এক অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি বলেছেন, শিশুবিবাহের কারণে অপুষ্টির দুষ্টচক্র তৈরি হয়, যা দেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে। আমাদের প্রত্যেকের কাছে একটি বার্তা পৌঁছানো জরুরী, তা হলো; শিশুবিবাহ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি বিষয়। এজন্য শিশুবিবাহ বন্ধে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আর প্রতিবাদ নয়, সময় এসেছে শিশুবিবাহ ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ করার। শিশুবিবাহ শুধুমাত্র অপরাধ নয় এটি মানবাধিকার লংঘনের চূড়ান্ত পর্যায়। আমাদের কন্যাশিশুদের জীবন নিশ্চিন্ত, নিরাপদ এবং শিক্ষিত করা সম্ভব হলে এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করা গেলে আমরা অবশ্যই একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলতে পারব- এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ একথা নিশ্চিত করে বলা যায় বাল্যবিয়ে বন্ধ হলে বহু মেধার বিকাশসহ জাতীয় পর্যায়ে সমৃদ্ধি অর্জনে দেশ ও জাতি দ্বিগুণ বেগে ধাবমান হতে কোন বাধা থাকে না। সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষিত বিবেচনায় এই প্রতিপাদ্য অত্যন্ত জরুরি।

উপ-সম্পাদকীয় ৫

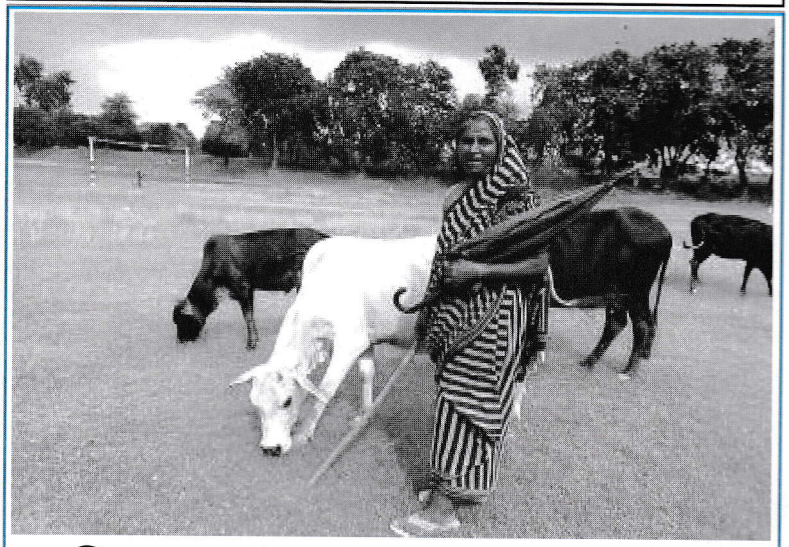

নারীর পেশাগত উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতায় এনজিওসমূহের ভূমিকা

সমিহা সলিম স্বান্তনা

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,"কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও? তারই রথ নিত্যই উধাও"- কালের যাত্রার ধ্বনি কেউ অনুধাবন করতে না পারলেও কাল এগিয়ে চলেছে মহাকালের রথচক্রে। সময়ের পরিক্রমায় উন্নয়ন যাত্রায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকরি সংস্থার এগিয়ে চলাটাও হয়তোবা এমনই, অনেকটা একান্ত, নিভৃত। "অধিকার ও উন্নয়ন" বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মূলমন্ত্র যা সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ন্যায্যতা ও সমতা আনয়নে অনুঘটকের মত কাজ করে যাচ্ছে। আর এতে লক্ষিত জনগোষ্ঠী হিসাবে নারীর পশ্চাদপদতাকে দূর করার জন্য নারীর ক্ষমতায়নের বিকল্প নেই। চট্টগ্রামের প্রতিথযশা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'ঘাসফুল' নারীরই সৃষ্টি। গত চার দশকের বেশী সময় ধরে ঘাসফুল এবং বাংলাদেশে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) নারীদের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের উন্নয়নে কাজ করছে। কারণ নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া স্বনির্ভর বাংলাদেশ বা সামগ্রিক উন্নয়ন বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এসডিজি অর্জন কিছুই সম্ভব নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সামগ্রিকভাবে দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের সহায়তার লক্ষ্যে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা গুলোর জন্ম হলেও স্বাধীনত্তোর বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে এনজিওগুলোর অবদান অপরিসীম। বাংলাদেশের সামগ্রিক নারী উন্নয়ন বিশ্লেষণে দেখা যায় একমাত্র স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) গুলোর পক্ষে সম্ভব হয়েছে তৃণমূল নারী থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিষ্ঠিত, উচ্চশিক্ষিত নারীসহ প্রতিটি স্তরে সম্পৃক্ত করা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো কর্মরত এনজিওসমূহ সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীদের মধ্যে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সামাজিক ব্যবধানকে জয় করে নারী জাগরণ বিষয়ে সকলকে এক প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ নারী বৈমানিক, নারী কৃষক, দু:স্থ নারী, প্রতিবন্ধী নারী এমনকি হরিজন বা অচ্ছুত সম্প্রদায়ের নারীদের সামাজিক ব্যবধান মুছে প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদার প্রশ্নে এক ও ঐক্যবদ্ধ করে রাষ্ট্রীয় সকল দপ্তরে এডভোকেসী করছে নিরলসভাবে। যার ফলাফল আজকের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং দেশের প্রতিটি কাজে নারীর অংশগ্রহণ, সফলতা অর্জন এবং ক্ষমতায়ন। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণে দেখা যায় সাধারণত তারা নারীদের উন্নয়নে মোটাদাগে তিনটি বিষয়ে কাজ শুরু করেছে প্রথমত: সকল কাজে নারীদের অংশগ্রহণ, দ্বিতীয়ত: সকল স্তরে নারীদের শিক্ষা নিশ্চিত করা, তৃতীয়ত: কর্মমুখী নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন। এসকল ইস্যুতে কাজ করতে গিয়ে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সমূহ নানামুখি সৃজনশীল পরিকল্পনা ও কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করে থাকে। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, নারীশিক্ষার প্রসার,বিভিন্ন সেক্টরে নারীর পেশাগত উন্নয়ন বর্তমানে সময়ের দাবী। এ ক্ষেত্রে এনজিওসমূহের অবদান অসামান্য। প্রত্যন্ত এলাকায় কর্মরত নারীকর্মীরা একেবারেই অদক্ষ, স্বল্পশিক্ষা বা যোগ্যতা নিয়ে শুরু করলেও সচেতনতা ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সমাজে তারা আজ নিজের অবস্থান তৈরী করে নিয়েছে। সমাজে, মহল্লায় যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিজের অবস্থান নিশ্চিত করেছে। এর মধ্যে অনেক এগিয়ে থাকা নারী কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ অর্জন করেছে সরকারিভাবে 'জয়িতা' উপাধি। এ সাফল্যেও অনেকটাই এনজিও গুলোর অবদান। দেশে কর্মরত এনজিও গুলো গৃহবধু বা গৃহকন্যার জন্য কাজের পরিবেশ তৈরী করে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পেরেছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের কাজের বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে সময়ের প্রয়োজনে। উন্নয়ন চাহিদা অনুযায়ী যুক্ত হতে থাকে নানান কর্মসূচি। তারমধ্যে রয়েছে জামানত বিহীন ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত করা। কারণ নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া নারী উন্নয়ন বা নারীর স্বাধীনতা কল্পনা করা যায় না। এছাড়াও তাদের কর্মকান্ডে রয়েছে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কর্মসূচি গ্রহণ করা, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসে সচেতন করা, সমাজে বিদ্যমান নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা, দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা, সকল স্তরের নারীদের উন্নয়ন ও তাদের অধিকার

>>> এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

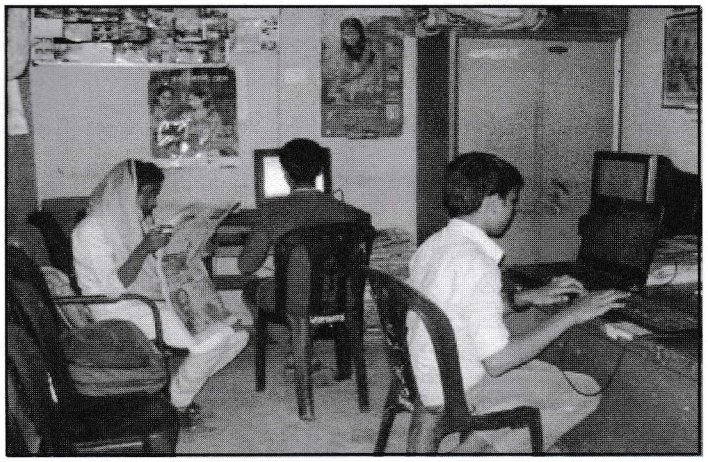

হাটহাজারী সরকারহাটে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশীদার ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্র

দীর্ঘদিন যাবত চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার সরকারহাট এলাকায় স্থানীয় গ্রামীণ জনপদে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন সেবা প্রদান করে আসছে ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্র । এরই ধারাবাহিকতায় গত তিন মাসে ২১৩ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা প্রদান করা হয়। ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্র এ পর্যন্ত ৬৮২৯জনকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রামের হাটহাজারী সদরে দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবায় ঘাসফুল ডিআইএসপি

ঘাসফুলের কর্ম-এলাকা চট্টগ্রামে হাটহাজারী উপজেলায় সরকার হাট ও হাটহাজারী সদর শাখায় ঘাসফুল ডেভলেপিং ইনক্লুসিভ সেক্টর প্রজেক্ট (DISP) এর স্বাস্থ্যসেবার আওতায় দরিদ্র ও নিম্নআয়ের মানুষদের প্যারামেডিক সেবা, এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্যসেবা, হাসপাতালে ভর্তি ও নগদ সুবিধাসহ সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিন মাসে(জুলাই-সেপ্টেম্বর)৬৮৬জনকে প্যারামেডিক সেবা, ৪৮জনকে হাসপাতলে প্রেরণ করা হয়। হাসপাতালে ভর্তি ও নগদ সুবিধা প্রদান করা হয় ১জনকে, এবং ১০৫২জনকে সচেতনতামূলক পরামর্শ দেওয়া হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ১৯২৫৮জনকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

নওগাঁ জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত জনপদে উন্নত চক্ষুসেবা নিশ্চিত করছে ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে ইসলামিয়া ইস্পাহানী আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায় নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর ও সাপাহার উপজেলায় তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) মোট চারটি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা

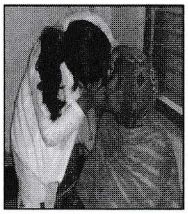

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
নিয়ামতপুর	১	১৩৫	২৬	২৪
সাপাহার	৩	২৮৫	৪৮	২৭
মোট	৪	৪২০	৭৪	৫১
ক্রমপুঞ্জিভূত	১০৩	১৪৫২০	২৩২০	১২৭৬

প্রবীণদের শুধু বয়স্কভাতা

শেষ পৃষ্ঠার পর

এই ভাতা প্রদান অব্যাহত থাকবে। ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগ প্রধান ও কর্মসূচি'র ফোকালপার্সন সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ গিয়াস উদ্দিন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউপি সদস্য মোঃ জসিম উদ্দিন, প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি'র ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ আবুল কালাম মাষ্টার, সাধারন সম্পাদক দুলাল কান্তি দেবনাথ, ইছাপুর বাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ আনোয়ারুল আজিম, সাধারন সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম, সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ এবং মেখল প্রবাসী কল্যাণ সমিতির অর্থ সম্পাদক মোঃ ইয়াছিনসহ স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। ঘাসফুল প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদের স্বাগত বক্তব্যর মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বকারী মোঃ নাছির উদ্দিন।

প্রশিক্ষণে ব্যয় নয়, বিনিয়োগ

ঘাসফুলের প্রশিক্ষণ বিভাগ গত তিনমাসে সংস্থার ৮ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীর কাজ অব্যাহত রেখেছে।

জুলাই-সেপ্টেম্বর'১৬ তিন মাসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ক্র.নং	নাম ও পদবী	সময়কাল	বিষয়	আয়োজক	স্থান
১	মো: আলমগীর (সহকারী কর্মকর্তা)	১৭-২১ জুলাই	দলীয় গতিশীলতা,সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা	পিকেএসএফ	প্রত্যাশী
২	কাজী আতাউর রহিম মির্জা জাবেদ জাহাঙ্গীর মঈন উদ্দিন চৌধুরী মো: নুর হোসাইন মো: ওসমান কর্মকর্তা (শাখা ব্যবস্থাপক)	২৩ জুলাই	মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের প্রেরণা জোগানো ও উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস	ইনাফি বাংলাদেশ	ব্র্যাক ট্রেনিং সেন্টার
৩	নাজমুল হাসান পাটোয়ারী (উপ-ব্যবস্থাপক) মো: নুরুজ্জামান (সহকারী ব্যবস্থাপক) আবদুল গফুর মো: মকছুদুল আলম মো: মহিউদ্দিন চৌধুরী কর্মকর্তা (শাখা ব্যবস্থাপক)	২৪ জুলাই	ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শীর্ষক	ইনাফি বাংলাদেশ	ব্র্যাক ট্রেনিং সেন্টার
৪	সৈয়দা নার্গিস আক্তার (জু:অফিসার)	১৩ আগস্ট	অফিস ফাইলিং এন্ড রেকর্ডস ম্যানেজমেন্ট	বিডি জবস	বিডি জবস ট্রেনিং সেন্টার
৫	তাইম-উল-আলম (ম্যানেজার)	১৬-১৮আগস্ট	ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের রেগুলেটরী ইস্যু	সিডিএফ	সিডিএফ
৬	মো: নাজিম উদ্দিন মো: আবুল কাশেম (সহকারী ব্যবস্থাপক)	২৩-২৪আগস্ট	মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী ইস্যু	এমআরএ	নোয়খালী রুরাল এ্যাকশান সোসাইটি (এনআরএএস)
৭	মো: আবদুর রহমান (সহকারি কর্মকর্তা)	২-৩সেপ্টেম্বর	স্টোর ম্যানেজমেন্ট	বিডি জবস	বিডি জবস ট্রেনিং সেন্টার
৮	আবদুল হাকিম কর্মকর্তা (শাখা ব্যবস্থাপক)	২৫-২৭সেপ্টেম্বর	ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	সিডিএফ	সিডিএফ

নারীর পেশাগত উন্নয়ন

৫ম পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠা করা, নারীদের নিরাপত্তায় ন্যায় বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ইত্যাদি। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের এসব উদ্যোগ জাতীয় উন্নয়নের পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে এ অর্জন রাতারাতি সম্ভব হয়নি। নারীবান্ধব আইন-নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ, আইন সংশোধন সব কিছুতেই এনজিও গুলোর ধারাবাহিক এডভোকেসী, সচেতনতা সৃষ্টি, ক্যাম্পেইন সফলতা এনে দিয়েছে। আজ থেকে বিশ বছর আগেও আমাদের সমাজে নারীরা সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত ছিল। এখনো যে তা নেই, তা কিন্তু নয়। অর্থাৎ অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর উন্নয়ন কর্মকান্ডে তেমন কিছুই করার ছিল না। তাদের কর্মকান্ড গৃহকর্মেই মোটামুটি সীমাবদ্ধ থাকত। এমনকি তাদের ওই ভূমিকাটাও সমাজে স্বীকৃত হতো না, অর্থনীতিতেও না। নারীর ভূমিকার কিছুটা হলেও যে পরিবর্তন এনেছে, কাজের স্বীকৃতি এসেছে, এটা কিন্তু তাদের চেতনায় বড় পরিবর্তন আনে। এবং এসকল অগ্রগতির পেছনে আমাদের দেশে এনজিওগুলোর অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ স্মরণীয় অবশ্যই। বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও জাগরণের মাধ্যমে যে পরিবর্তনটা এসেছে, সেটা কিন্তু উন্নয়ন মডেলে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শুধু নারীর স্বাধীনতা নয় এটা আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিতেও বিরাট পরিবর্তন এনেছে। Human Development Index বা মানব উন্নয়ন সূচকে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের যে প্রশংসনীয় অর্জন অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন এর পেছনে রয়েছে এনজিও খাতের ব্যাপক অবদান । একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন যেমন সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয় তেমনি শুধুমাত্র পুরুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থাসমূহ আমাদের দেশে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, এইচআইভি-এইড্স বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা কার্যক্রম, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর প্রতি বৈষম্য প্রতিরোধ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্য সেবায় এনজিও কার্যক্রমের অবদান অনস্বীকার্য। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এসডিজি অর্জনেও সরকারের পাশাপাশি এনজিও সমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এনজিও সমূহ সমাজের বঞ্চিত নারীদের যেমন কর্ম-সংস্থানের সুযোগ এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে কাজ করছে তেমনি শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত নারীদের অধিকার, মর্যাদা, স্বীকৃতি ও ক্ষমতায়নে নানামুখি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নারীদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য রক্ষায়ও অসাধারন ভূমিকা রাখছে। অবশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, এবং বৈষম্যহীন ও ন্যায় ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে সরকারি ও বেসরকারি সকল উদ্যোগের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। এজন্য সরকার ও এনজিও'র মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, একে-অপরকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই গড়ে তুলতে পারবে আমাদের স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্য মুক্ত অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা দেশ। নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতার অবসান ঘটিয়ে পরিপূর্ণ মর্যাদাবোধ জাগ্রত করতে না পারলে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন মরিচীকা হয়েই থাকবে।

পরিচিতিঃ সাধারণ সম্পাদক, ঘাসফুল

পটিয়ায় তথ্যমেলায় ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিগত ২৯ মার্চ ২০০৯ ইং তারিখে জাতীয় সংসদে তথ্য অধিকার আইন পাস করা হয় এবং ১ জুলাই ২০০৯ থেকে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ, আপীল ও তথ্য কমিশনে অভিযোগসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কার্যকর হয়। এছাড়াও আইনের লক্ষ্য পূরনের জন্য তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা ২০০৯; তথ্য সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা ২০১০; তথ্য প্রকাশ ও প্রচার সংক্রান্ত প্রবিধানমালা ২০১০ এবং অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রবিধানমালা ২০১১ প্রনয়ন করা হয়েছে।

তারই ধারাবাহিকতায় "তথ্যই শক্তি : জানবো জানাব, দুর্নীতি রুখবো" এ প্রতিপাদ্য বিষয়ে গত ২৬ও ২৭ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের পটিয়া ক্লাব প্রাঙ্গনে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস'১৬ উপলক্ষ্যে এক তথ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা প্রশাসন ও টিআইবি আয়োজিত মেলাটি উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোহাম্মদ হাশেম। মেলায় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা; ঘাসফুল এবং পটিয়া উপজেলার বিভিন্ন সরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, পটিয়া পৌরসভা ও পটিয়ায় কর্মরত বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক, জাতীয় এবং স্থানীয় বেসরকারী সেবাপ্রদানকারী সংগঠন অংশ নেন। তথ্য মেলায় ঘাসফুল পিএইচআর প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন এবং মেলায় একটি স্টল পরিচালনা করে।

পারিবারিক সহিংসতা ও বাল্যবিয়ে রোধে বিবাহ রেজিষ্ট্রারদের (কাজী) ভূমিকা শীর্ষক প্রশিক্ষণ

পিএইচআর প্রোগ্রামের আওতায় ঘাসফুলের উদ্যোগে পারিবারিক সহিংসতা ও বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনমাসে চট্টগ্রামের ০৯টি উপজেলার নিকাহ রেজিষ্ট্রারদের (কাজী) নিয়ে ০৩টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম নগরীর চান্দগাঁওস্থ ইপসা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ০১টি এবং পরবর্তীতে এনজিও ফোরাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ০৩টি পৃথক প্রশিক্ষণ কর্মশালার মধ্য দিয়ে সর্বমোট ৬৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে এই কর্মশালার আওতায় আনা সম্ভব হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় চট্টগ্রামের পটিয়া, চন্দনাইশ, বোয়ালখালী, রাঙ্গুনীয়া, রাউজান, ফটিকছড়ি, সীতাকুন্ড, মীরসরাই ও সন্দ্বীপ উপজেলার কাজীগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের বাল্যবিবাহ ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে মুসলিম নিকাহ রেজিষ্ট্রার (কাজী) ও হিন্দু বিবাহ রেজিষ্ট্রার হিসেবে কাজ করতে পারা এবং বাল্যবিবাহ ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে রেজিষ্ট্রারদের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়।

পারিবারিক সহিংসতা ও বাল্যবিয়ে রোধে ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির ভূমিকা শীর্ষক প্রশিক্ষণ

পটিয়া উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিক নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের নিয়ে গত তিন মাসে বড়উঠান, জুলধা, শিকলবাহা ও কোলাগাঁও ইউনিয়নে মোট ০৪টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় পারিবারিক সহিংসতা ও বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে ইউনিয়ন কমিটির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসব প্রশিক্ষণ কর্মশালায় জুলধা ইউপি চেয়ারম্যান জনাব রফিক আহমদ, শিকলবাহার ইউপি চেয়ারম্যান জনাব জাহাঙ্গীর আলম ও কোলাগাঁও ইউপি চেয়ারম্যান জনাব আহমদ নুর প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণে ৬২জন পুরুষ ও ১৯ জন মহিলা অংশ নেন।

জেন্ডার ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সমাজকর্মী প্রশিক্ষণ

ঘাসফুলের উদ্যোগে চট্টগ্রামে বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত জেন্ডার ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সমাজকর্মীদের নিয়ে গত ৭-৯ আগষ্ট চট্টগ্রামের চান্দগাঁওস্থ এনজিও ফোরাম এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিনদিন ব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা ও পিএইচআর প্রোগ্রামের আরপিএম. জনাব তারেকুজ্জামান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রতিদিন কাজ করতে গিয়ে যেসব সমস্যা দেখতে পান তা উত্তরনের জন্য এ প্রশিক্ষণ খুবই জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। কাউন্সিলিং করতেও এ প্রশিক্ষণ আপনাদের জন্য খুবই সহায়ক হবে। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীরা জেন্ডার বিষয়ক ধারণা যাচাই, নারী পুরুষের দৈনন্দিন কাজ ও ভূমিকা, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া. জেন্ডার বিষয়ক ধারণা, জেন্ডার বিষয়ক শব্দকোষ. প্ল্যান জেন্ডার নীতিমালা ও কর্মসূচি, জেন্ডারের আলোকে আমাদের করনীয়, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, প্ল্যান এর শিশু অধিকার নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত হন। এখানে সকল প্রশিক্ষণগুলোতে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন প্ল্যান বাংলাদেশ এর ডেপুটি সমন্বয়কারী মোঃ তারেকুজ্জামান, প্রোগ্রাম অফিসার মাহমুদ মিরাজ, ঘাসফুল এর পিএইচআর প্রোগ্রামের কর্মকর্তা মোঃ আসগর আলী।

পিএইচআর প্রোগ্রামের নিয়মিত কার্যক্রম

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন পিএইচআর প্রোগ্রামের আওতায় গত তিনমাসে পটিয়া উপজেলার ০৯টি ইউনিয়নে নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে ছিল ১৬৫টি উঠান বৈঠক, ৯৯টি ওয়ার্ড লেভেল সাব-এসপিজি মিটিং, ২ জনকে চিকিৎসা সহায়তা সেবা, ১২২জনকে মনো কাউন্সিলিং সেবা প্রদান, ১টি বাল্য বিয়ে বন্ধ, ১৪জন সারভাইভারকে ভিজিএফ প্রাপ্তিতে সহায়তা, এবং কর্ম-এলাকার প্রতিটি বাড়ী পরিদর্শন করা হয়। এধরণের গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের ফলে পারিবারিক সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে খুকীর তরী নাটক মঞ্চস্থকরণ

নাটক হলো গণ মানুষের হাতিয়ার। নাটকের মাধ্যমে খুব সহজেই সমাজের অসংগতি তুলে ধরা সম্ভব। গত ২৪ সেপ্টেম্বর পটিয়া শোভনদন্ডী কলেজ মিলনায়তনে 'খুকীর তরী' নাটকটি মঞ্চস্থায়ন করা হয়। নাটকের মাধ্যমে দর্শকদের সমসাময়িক বিষয় যেমন; জেন্ডার, পারিবারিক ও নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি ও বাল্যবিয়ে, বাংলাদেশের ইতিহাস সর্ম্পকে ধারণা ও জনসচেতনতা তৈরী করাই ছিল নাটক মঞ্চায়নের মূল উদ্দেশ্য। নাটক প্রদর্শনীতে পিএইচআর ইয়ুথ গ্রুপের সদস্য ও শোভনদন্ডী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। নাটকের বিভিন্ন পর্বে কুশীলবরা তাদের দক্ষতার মাধ্যমে নাটকটি প্রদর্শন করেন। নাটকের মূল উপজীব্য ছিল; যৌন হয়রানী, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও পারিবারিক সহিংসতা। নাটক প্রদর্শনী শেষে আলোচনা ও পুরষ্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো: হামিদ হোসাইন বলেন, এধরনের কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সমসাময়িক অনেক বিষয় জানতে পারে এবং এতে করে তারা নিজেদেরকে ভবিষ্যত সুনাগরিক ও দেশের আইন কানুন মেনে চলতে আগ্রহী হবে। বক্তা অধ্যাপক সিফাত শারমিন চৌধুরী ইউএসএআইডি, প্ল্যান বাংলাদেশে ও ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এধরনের একটি সুন্দর ও প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান সকলকে মুগ্ধ করেছে। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল পিএইচআর প্রোগ্রোমের ডিপিও তোফাচ্ছের আহমেদ ও আমির হোসেন, সমাজকর্মী জান্নাতুন নাঈমা। পরে নাটকে অংশগ্রহনকারী মোট ১০ জনকে পুরষ্কার প্রদান করা হয়।

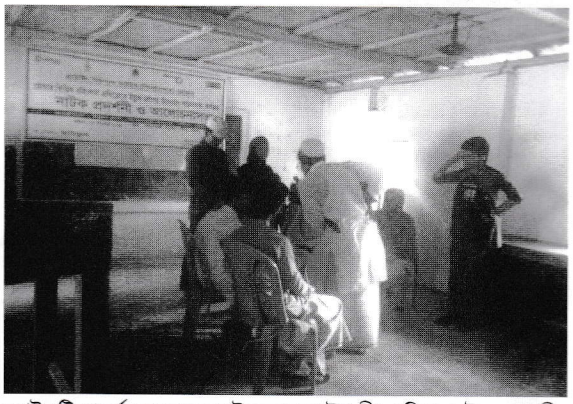

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ইউনিয়ন ভিত্তিক কমিটি পুন:গঠন

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন পিএইচআর প্রকল্পের কর্ম-এলাকায় ০৯টি ইউনিয়নে ইউপি কার্যালয়ে ইউনিয়নভিত্তিক নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি পুন:গঠন করা হয়। কমিটি গঠন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বাল্যবিবাহ ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ কার্যক্রমকে আরও সক্রিয় করতে ওয়ার্ডভিত্তিক পূর্বে যে কমিটি গঠিত হয়েছে ওই কমিটির কার্যক্রমকে আরও বেগবান করতে নতুন সদস্য সংযোজনের মাধ্যমে ২৭জন বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্তও গৃহিত হয়। এছাড়াও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে কর্ম-এলাকার ৭টি মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ের মোট ১০৭০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিদ্যালয়গুলো হলো; হাবিলাসদ্বীপ বালক ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মোজাফরাবাদ এন, জে উচ্চ বিদ্যালয়, পিঙ্গলা বুধপুরা মফিজুর রহমান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, জুলধা শাহ আমির উচ্চ বিদ্যালয়, কর্ণফুলী মডেল স্কুল ও চরলক্ষ্যা সিরাজুম মুনির গাউসিয়া দাখিল মাদ্রাসা। এসকল বিদ্যালয়ে ২জন শিক্ষক ৭টি সেশন পরিচালনার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করা হয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সুরক্ষার কৌশলসমূহ জানতে পেরেছে। শুধু তাই নয় গত তিন মাসে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচারাভিযান এর অংশ হিসেবে কর্ম-এলাকার বাড়ি বাড়ি আকর্ষণীয় স্টিকার লাগানোর কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয়। প্রটেক্টিং হিউম্যান রাইট্স (পিএইচআর) প্রোগ্রাম চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার ২২ টি ইউনিয়নে পারিবারিক সহিংসতা ও এ সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এ প্রচারাভিযান পরিচালনা করে। কার্যক্রম পরিচালিত হয় গত ৪ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেন বড়উঠান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মো: দিদারুল আলম। স্টিকারগুলোর শ্লোগান ছিল; "১৮ বছরের আগে মেয়ের বিয়ে দিবো না-আমাদেরে শিশুকন্যাকে মা হিসেবে দেখবো না" ও " নারী-পুরুষ একসাথে সিদ্ধান্ত নিলে-পারিবারিক সমস্যার সমাধান মিলে" এবং '"যাদের আছে সম্মান আর সুশিক্ষা-চায়না তারা যৌতুক আর ভিক্ষা।"

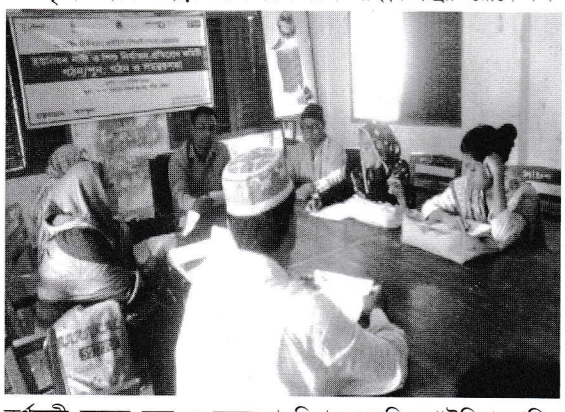

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ১৫ বছর
শেষ পাতা
বর্ষ ১৫
সংখ্যা-৩
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে স্বাস্থ্যক্যাম্প সম্পন্ন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ঘাসফুল এর বাস্তবায়নে হাটহাজারী উপজেলার গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এ কর্মসূচি'র আওতায় স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, পুষ্টি ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, কমিউনিটি অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম এবং ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা ২ টা পর্যন্ত এক স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্যাম্পে চক্ষু চিকিৎসা, মেডিসিন, ডায়াবেটিকস এবং মা ও শিশুরোগের চিকিৎসকগণ বিভিন্ন রোগের রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। সেবা প্রদানকারী ডাক্তারগণ হলেন চক্ষু চিকিৎসায় ডাঃ শাহারিয়ার কবির খাঁন, ডাঃ মাহমুদুল হাসান তুষার, সহকারী ছিলেন জসিম উদ্দিন, সেলিম রেজা, মেডিসিন এর ডাঃ ইমতিয়াজ সুলতান, মা ও শিশু রোগের ডাঃ জাহান আরা, ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র স্বাস্থ্য সহকারী অনিক বড়ুয়া। ডাক্তারগণ আগত সকলকে পরীক্ষা করে চিকিৎসাপত্র ও কিছুক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রদান করে। এই স্বাস্থ্যক্যাম্পে চক্ষু চিকিৎসায় ১৯৭জন, মেডিসিন বিষয়ে ৬৩জন, ডায়াবেটিকস বিষয়ে ৮৮জন এবং মা ও শিশুরোগের ৫৬জনসহ মোট ৪০৪জন রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে।

এ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদের নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মুজিব। অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার আবদুল জাব্বার, শাহজাহান চৌধুরী, দিদারুল আলম, জামাল উদ্দিন, সৈয়দ মোঃ জাহেদ, মোঃ রোকনউদ্দিন, লাকি আকতার, আয়শা আমেনা, সাথী বড়ুয়া। স্বাস্থ্যক্যাম্প চলাকালীন পরিদর্শনে আসেন ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। তিনি ক্যাম্পে আসা স্থানীয় জনসাধারণের সাথে কথা বলেন, চিকিৎসাসেবা নিতে আসা রোগীদের খোঁজ খবর নেন। এসময় তিনি স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও স্থানীয় অধিবাসীদের ঘাসফুল এর চলমান সকল সেবামূলক কার্যক্রম প্রত্যেকের দ্বারগোড়ায় পৌঁছে দিতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহীর সাথে এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্থার উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, উপ-ব্যবস্থাপক নাজমুল হাসান পাটোয়ারী, সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী >>> এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

প্রশিক্ষণ, নাটক প্রদর্শন এবং নারী ও শিশু প্রতিরোধ কমিটি পুন:গঠন
মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় কাজ করছে ঘাসফুল পিএইচআর প্রকল্প

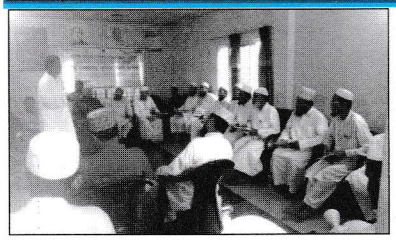

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইউএসএআইডি এর অর্থায়নে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল প্রোটেক্টিং হিউম্যান রাইটস (পিএইচআর) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কাজ করছে চট্টগ্রামে পটিয়া উপজেলায় ১১টি ইউনিয়নে। কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় গত তিনমাসে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন পিএইচআর প্রোগ্রামের কর্ম-এলাকা; কাশিয়াইশ, খরনা, শোভনদন্ডী, হাবিলাসদ্বীপ, কোলাগাঁও, চরলক্ষ্যা, চরপাথরঘাটা ও শিকলবাহা ইউনিয়নে পারিবারিক সহিংসতা ও বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা শীর্ষক মোট ৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এসকল প্রশিক্ষণে স্থানীয় আলেম-ওলামারা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত প্রশিক্ষাণার্থীদের নারী ও শিশু নির্যাতন পরিস্থিতি, নারী ও শিশু নির্যাতনের কারণ ও ফলাফল চিহ্নিত করা, ধর্ম ও প্রচলিত আইনে নারী ও শিশু অধিকার রক্ষার বিষয় এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে নিজেদের ভূমিকা ও করণীয় সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। প্রশিক্ষনে মোট ১৯৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন। (আরো সংবাদ ৭ম পৃষ্ঠায়)

উপদেষ্টামণ্ডলী
ডেইজী মওদুদ
লুৎফুন্নেছা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সমিহা সেলিম
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

হাটহাজারী মেখল ইউনিয়নে বয়স্কভাতা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তারা
প্রবীণদের শুধু বয়স্কভাতা নয় রাষ্ট্র সমাজ ও পরিবার সর্বত্রে তাদের সর্বোচ্চ সম্মান নিশ্চিত করতে হবে

প্রবীণেরা আলাদা বিচ্ছিন্ন কোন জনগোষ্ঠি নয়, ওনারা আমাদেরই বাবা-মা, দাদা-দাদী, স্বজন এবং অত্যন্ত আপনজন। তারা আমাদের মুরব্বী এবং পথ নির্দেশক। সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার সব ক্ষেত্রে সম্মান, অগ্রাধিকার পাওয়া তাদের প্রতি কোন করুণা নয়, প্রাপ্য অধিকার। দীর্ঘদিন পর হলেও রাষ্ট্র তাদের সম্মানের স্বীকৃতি দিয়েছে। আজকে যারা প্রবীণ তাদেরও উঠতি বয়স ছিল, শক্তি ছিল। তাদের সকল শক্তি সামর্থ্য অনুজদের জন্য ব্যয় করে তারা প্রবীণ হয়েছেন।

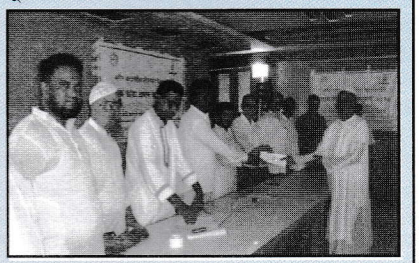

বক্তারা উপস্থিত তরুণদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আজকে আপনারা তরুণ, আগামীতে আপনারাও নাম লিখাবেন প্রবীণদের খাতায়। সুতরাং আজকে যারা বাবা-মাদের দেখাশুনা করছেন না, ভরণ-পোষণ দিতে গড়িমসি করছেন, বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাচ্ছেন তাদের নিজেদের জন্যও একই ধরণের পরিণতি নেমে আসতে পারে।

গত ২৪ জুলাই ১৬ হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নে পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' শীর্ষক একটি সমন্বিত কর্মসূচির আওতায় বয়স্কভাতা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। স্থানীয় ইছাপুর ফয়েজিয়া বাজারে অবস্থিত কাশেম সেন্টারস্থ মরিয়ম আর্কেড কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত সভায় মেখল ইউনিয়নের অধিবাসী প্রবীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে হতে মোট ৪৭ জন প্রবীনকে বয়স্কভাতার ১মকিস্তি প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় জনপ্রতি প্রবীণ ব্যক্তিকে পাঁচশত টাকা হারে >>> এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

প্রকাশনায় : ঘাসফুল, ৪৩৮ মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৭৫
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org